Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

মানুষ মুহম্মদ (স)

'মানুষ মুহাম্মদ (সা.)' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে হজরত ছিলেন মানুষের নবী। তাই মানুষের পক্ষে যা আচরণীয় তারই আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তায়েফে সত্য প্রচারে গিয়ে তিনি শত্রুর অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছেন, মক্কাবাসীরাও নবুয়ত লাভের শুরু থেকে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। সেই অত্যাচার সহনাতীত হলে তিনি মদিনায় চলে যান। পথেও শত্রুরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। প্রতি পদে শত্রুরা তাঁকে লাঞ্ছনা করার চেষ্টা করলেও হজরত যেদিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, সেদিন জয়ীর আসনে বসে ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে তাদের তিনি ক্ষমা করে দেন। অপরাধীদের প্রতি এভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করাকেই সুমহান প্রতিশোধ বলা হয়েছে, যা সম্ভব হয়েছিল তাঁর বিরাট মনুষ্যত্বের কারণে।

হজরত ছিলেন মানুষের নবী। তাই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে তিনি তাঁর জীবন রূপায়িত করে তুলেছিলেন। তায়েফ ও মক্কায় সত্য প্রচারে গিয়ে তিনি বৈরীর অত্যাচারে বারবার জর্জরিত হয়েছেন। মক্কার পথে-প্রান্তরে পৌত্তলিকদের প্রস্তর ঘায়ে আহত হয়েছেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উপহাসিত হয়েছেন। তবু তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন তাদের জ্ঞান দান ও ক্ষমা করার জন্য। তায়েফে একইভাবে ইসলামকে অবহেলিত ও অস্বীকৃত হতে দেখেও শত্রুদের প্রতি তিনি ঘৃণা ও বিরক্তিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। অভিশাপ দিতে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি বলেছেন, ইসলামের বাহন সত্যের প্রচারক হিসেবে তাঁর পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ তাঁর সেদিনের শত্রুদের অনাগত বংশধররা হয়তো ভবিষ্যতে ইসলাম কবুল করবে। এভাবে তিনি শত্রুদের ক্ষমা করে ধৈর্য সহকারে তাদের জ্ঞানের উন্মেষের জন্য অপেক্ষা করেছেন।

ক্ষমা, মহত্ত্ব, প্রেম ও দয়া তাঁর অজস্র চারিত্রিক গুণের মধ্যে প্রধান। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে মক্কা ও তায়েফবাসীর অত্যাচারে তিনি জর্জরিত হয়েছেন, তবুও পাপী মানুষকে তিনি ভালোবেসেছেন। অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁর অন্তরে উদিত হয়নি। বরং তাঁর অন্তর ভেদ করে একটিমাত্র প্রার্থনার বাণী জেগেছে—'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা করো।' মক্কাবাসীরা হজরতের নবুয়ত লাভের পর থেকে তাঁর ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তা সহনাতীত হলে তিনি মদিনায় চলে যান। তারপর মক্কা বিজয় করে জয়ীর আসনে বসে, ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে মক্কাবাসীদের ওপর যে প্রতিশোধ নেন, তা ছিল সুমহান আদর্শে ভরা। তিনি মক্কাবাসীদের ওপর থেকে সব অভিযোগ তুলে নিয়ে তাদের মুক্ত ও স্বাধীন করে দেন।

প্রশ্ন: 'সুমহান প্রতিশোধ' বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্ন: মহানবী (স.) কেন স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের কণ্টক পরিধান করেছিলেন?